মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আসিফ সম্পাদক কুতুব

আদিব হোসেন ওরফে আসিফ করিমকে সভাপতি ও কুতুব উদ্দিন আহমেদ কে সাধারণ সম্পাদক করে মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের কমিটি অনুমোদন দিয়েছে জেলা ছাত্রলীগ।

রবিবার রাতে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধন ও সাধারণ সম্পাদক মোন্তাসির জামান মৃদুল স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

আগামি এক বছরের জন্য এ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

এদিকে কমিটি অনুমোদনের পরপরই ফেসবুকে ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা নতুন নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

ঝিনাইদহে শিক্ষকের বাড়িতে সরকারি বই

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না বাজার কারীগরি স্কুল এন্ড বিএম কলেজের প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে বিনামূল্যে বিতরণ করা সরকারি বই।

রবিবার সকালে সরেজমিনে বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ে কোন ছাত্র ছাত্রী নাই এবং বিদ্যালয়টি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে, প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য আনা বই ঘরের মধ্যে স্তুপ করে রাখা হয়েছে।

এবিষয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক নাসরিন আক্তার বলেন আমি যোগ্যতা সম্পন্ন কোন ছাত্র ছাত্রী পায় নাই এজন্য ছাত্র ভর্তি করেনি, পরে ছাত্র পেলে ভর্তি করে তাদের কে বই দেওয়া হবে, এজন্য সরকারী বই আমার বাসায় রেখে দিয়েছি। ছাত্র না পেলে স্কুলটি না চালানোর ইচ্ছাও প্রকাশ করেন তিনি। তিনি আরও বলেন তার চাহিদামত সব বই দেওয়া হয়নি। মাত্র ৪০ সেট বই পাওয়া গেছে বলে তিনি দাবি করেন।

বিষয়টি সম্পর্কে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এম এ আরিফ সরকার বলেন ছাত্রের চাহিদা মাফিক আমরা বই দিই, তবে সেটা প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে রাখার কোন এখতিয়ার নেই। যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করবো এবং বই ফেরত আনার ব্যবস্থা করছি।

- ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধী বারি ৩৩ জাত নিয়ে আশাবাদ বিশেষজ্ঞদের

গমের ব্লাস্ট একটি ক্ষতিকর ছত্রাকজনিত রোগ। ছত্রাকটির বৈজ্ঞানিক নাম ম্যাগনাপরথি অরাইজি (পাইরিকুলারিয়া অরাইজি) প্যাথোটাইপ ট্রিটিকাম। গমের শীষ বের হওয়া থেকে ফুল ফোটার সময়ে তুলনামূলক উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া থাকলে এ রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

তবে এ মৌসুমে গমে শীষ বের না হওয়ায় এখনো এখনো রোগের সংক্রমণ বোঝা যায়নি। এ রোগের কারণে গমের ফলন বিপর্যয় হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ফলন একেবারেই কমে যায়।

মেহেরপুরসহ দেশের ৬টি জেলায় গত চার বছর ধরে এ রোগটি দেখা দিয়েছে। পরপর দুই বছর এ রোগের সংক্রমন থেকে মুক্তিপেতে সরকারি ভাবে গম চাষের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। তারপরও কিছু চাষী গম চাষ

মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।

এসব গবেষণার নেতৃত্ব দেন উদ্ভিদ রোগতত্ব গবেষক প্রফেসর ড. বাহাদুর মিয়া, প্রফেসর ড. তোফাজ্জেল হোসেন, প্রফেসর ড. আলী হোসেন, ড. নরেশ দেব বর্মা, ড. পরিতোষ মালাকার।

এছাড়াও ব্রিটিশ রয়েল সোসাইটি ফেলো প্রফেসর ড. নিকোলাস ট্যালবোট, প্রফেসর ড. সোফিয়ান কামাউন, ড. মোরিশিও, ড. পবন সিং, ড. টি পি তেওয়ারি নানাভাবে এসব গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

এ গবেষনা দলকে সহায়তা করছেন এবং মুখ্য ভুমিকা পালন করছেন মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কিটতত্ত্ববিদ ড. আখতারুজ্জামান।

একটি টিম চলতি বছরও মেহেরপুর সদর উপজেলার ২টি এবং গাংনী উপজেলায় ১টি স্থানে গমের ব্লাস্ট রোগ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে।

চাষীদের কথা

মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুল পুর গ্রামের গম চাষী মসলেম উদ্দিন জানান, গম চাষ না করলে খাবার সংকটে পড়তে হয়। সে কারণে গম চাষ করতেই হয়। গম চাষ বন্ধ না করে কিভাবে এ সমস্যা সমাধান করা যায় সে ব্যাপারে সরকারকে জোর দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, ২০১৭ সালে ব্লাস্ট রোগের কারনে গমে কোন ফলন হয নি। ২০১৮ সালেও কিছুটা আক্রান্ত হয়। এবছরও গমে চাষ করেছি । এখনো বলা যাচ্ছেনা কি হবে।

ঝাউবাড়িয়া গ্রামের কৃষক আব্দুল কাদির জানান, গমে ব্লাস্ট রোগের কারণে গত বছর অর্ধেক ফলন হয়েছে। এবার প্রায় দেড় বিঘা জমিতে গমের চাষ করা হয়েছে। গমের চাষ না করলে আমাদের মত চাষীদের বাজার থেকে গম কিনে সংসার চালানো সম্ভব না। দ্রুত এর সমাধান বের করতে হবে।

কৃষি কর্মকর্তার কথা:

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তরের উপ-পরিচালক ড. আখতারুজ্জামান জানান, গবেষণা একটা চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে বছরব্যাপী গমের ব্লাস্ট বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন কিন্তু গ্রীণ হাউজ ফ্যাসিলিটিজ না থাকার কারণে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা করবার জন্যে পুরো একটা বছর অপেক্ষা করতে হয়।

তিনি জানান, প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে করে দেখা গেছে, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটউট ইতোমধ্যে ব্লাস্ট প্রতিরোধী বারি গম ৩৩ নামক একটা জাত উদ্ভাবন করেছেন এবং বোরলগ ১০০ নামে আরেকটি ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত অবমুক্তির পর্যায়ে রয়েছে। সিমিট এর গবেষণা থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশে পরীক্ষিত প্রায় ৫হাজার গমের জাত থেকে আরো কিছু ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত পাবার আশা করা হচ্ছে।

ড. আখতারুজ্জামান জানান, গমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করা না গেলেও প্রতিরোধক হিসেবে ভাল কীটনাশক উৎপাদক ও আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানের ঞবনঁপড়হধুড়ষব ৫০%+ঞৎরভষড়ুীং◌ঃৎড়নরহ ২৫% কম্বিনেশনের ছত্রাশনাশক বেশ ভালভাবে কাজ করছে বলে গবেষকেরা নিশ্চিত করেছেন।

ওদিকে সিমিটের তত্বাবধানে ব্রাজিলের গম বিজ্ঞানী ড. মোরিশিও একটা মডেল দাঁড় করানোর নিরন্তর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। প্রতিবেশী দেশ ভারত গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধী কিছু জাত উদ্ভাবনের দাবী করছে, সেসব জাতের বীজ আমদানীরও চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ড. আখতারুজ্জামান আরো জানান, এ বছর মেহেরপুরে প্রায় ৫০ বিঘা জমিতে ব্লাস্ট প্রতিরোধী বারি গম ৩৩ জাতের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান গুলোর সহায়তায়।

গত বছরে উৎপাদিত বীজ থেকে বেসরকারিভাবে আরো ১০০ বিঘার অধিক জমিতে কৃষকরা বারি গম ৩৩ জাতের গম চাষ করেছেন।

ফলে আশা করা হচ্ছে বারি গম ৩৩ জাতের যে পরিমাণ বীজ এ বছরে মেহেরপুর জেলাতে উৎপাদিত হবে তাতে করে আগামী বছর মেহেরপুরের সর্বত্র গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধি বারি গম ৩৩ জাতটি ছড়িয়ে পড়বে। তাই গমে চাষের ব্যাপারে ২০১৬ সাল থেকে কৃষকদের মধ্যে যে অনীহা ও ভীতি ছিল সেটা আগামী বছর থেকে দূর হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

- নিজস্ব প্রতিবেদক

মানব সেবাই যার আমৃত্যু সাধনা

পেশায় নার্স রোজ শুধু অসুস্থদের সেবা দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি। মেহেরপুরের মুজিবনগরের নিভৃত পল্লী বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের এই কর্মী রোগীদের সেবার পাশাপাশি গড়ে তুলেছেন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। ওই হাসপাতালে নিজ প্রচেষ্টায় স্থাপন করেছেন স্পেশাল বেবি কেয়ার ইউনিট।

বিভিন্ন এলাকার শিশুরা কম খরচে এখানে সেবা পাচ্ছে। প্রায় ১৭ বছর হলো হাসপাতালে ‘জি ওয়ার্ড’ নামে একটি বৃদ্ধাশ্রমও চালু করেছেন, যেখানে বর্তমানে ১৮ জন নিবাসী রয়েছেন।

হাসপাতালের সঙ্গে নার্সিং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটও প্রতিষ্ঠা করেছেন নার্স রোজ। বর্তমানে সেখানে ৯৬ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছেন। এখান থেকে প্রতিবছরই প্রশিক্ষণ শেষে নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছেন অনেকে।

স্থানীয় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য গড়ে তুলেছেন কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার। সেখানে ১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছেন।

বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট সুজিত মণ্ডল জানান, ইংল্যান্ডে জন্ম নেওয়া রোজ সিস্টার ২২ বছরের বেশি সময় ধরে এই হাসপাতালে নার্স হিসেবে কাজ করছেন। এর পাশাপাশি অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোও তত্ত্বাবধান করেন মমতা দিয়ে, নিষ্ঠার সঙ্গে।

তিনি জানান, রোজ সিস্টার এই মিশন হাসপাতালের প্রাণ।

জিলিয়ান এম রোজ ওরফে রোজ সিস্টারের বয়স এখন ৮০ বছর ছুঁই ছুঁই। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেছিলেন। একপর্যায়ে জড়িয়ে পড়েন চিকিৎসাসেবায়। ১৯৮১ সাল থেকে সেবিকা হিসেবে মিশনারি হাসপাতালে যোগ দেন। মানুষের সেবায় আত্মনিবেদিত এই মানুষটি এখন এলাকায় একনামে রোজ সিস্টার হিসেবে পরিচিত।

রোজের বাবা সিএ রোজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ১৯৩৯ সালে দক্ষিণ ইংল্যান্ডে জন্ম নেওয়া রোজ ছোটবেলায়ই বাবাকে হারান। মায়ের সংসারে একমাত্র ভাইয়ের সঙ্গে ভালোই চলছিল রোজের। তরুণ বয়সেই নিয়ে ফেলেন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত। তা হচ্ছে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে

আত্মনিয়োগ। ১৯৬৪ সালে ২৫ বছর বয়সে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে আসেন এ দেশে।

১৯৮১ সালে ধর্মপ্রচার ছেড়ে সরাসরি চিকিৎসাসেবার মাধ্যমে মানবসেবার সিদ্ধান্ত নেন রোজ। নার্স হিসেবে শুরু করেন মানবসেবা। মাঝখানে ১৯৮৬ সালে বয়োবৃদ্ধ মায়ের সেবার জন্য দেশে ফিরে যান। তবে মা মারা গেলে ওই বছরই ফিরে আসেন বাংলাদেশে। এরপর প্রায় তিন দশকের অধিক সময় ধরে বল্লভপুর মিশন হাসপাতালে সেবিকা হিসেবে সেবা দিচ্ছেন।

মানবসেবায় নিবেদিত এ মানুষটির ব্যক্তিগত জীবনে সংসারী হয়ে ওঠা হয়নি। তাঁর একমাত্র ভাই ডক্টর ডি এ রোজ ইংল্যান্ডে থাকেন পরিবার নিয়ে।

তিনি বল্লভপুর মিশন হাসপাতাল থেকে কোনো বেতন নেন না, ব্রিটিশ সরকারের পেনশনে চলে রোজের সংসার। অন্যদিকে বিভিন্ন দাতা সংস্থা থেকে কিছু অর্থ নিয়ে ও নিজের থেকে কিছু অর্থ দিয়ে বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের দরিদ্র রোগীদের সেবা দেন তিনি।

কথা হয় জিলিয়ান এম রোজের সঙ্গে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ তবুও কর্মচঞ্চল রোজ বলেন, ‘মানবসেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। আমার এই সেবার কার্যক্রমে পরিবারের লোকজনও সন্তুষ্ট। আমি যত দিন বেঁচে থাকব, তত দিন এভাবে সেবা দিয়ে যাব।

পৃথিবীতে এসেছি সেবা দিতে। বৃদ্ধদের জন্য কেউ কিছু করে না। তাই আমি নিজে একটি বৃদ্ধাশ্রম খুলেছি। সেখানে তাঁরা যেন ভালোভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারেন।’

রোজ সিস্টার হাসপাতালের রোগী ও প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। মানবসেবায় তিনি যেমন পেয়েছেন আত্মার প্রশান্তি, তেমনি হয়ে উঠেছেন সবার আপনজন। সেবা দিতে গিয়ে এলাকার মানুষের সঙ্গে গড়ে উঠেছে তাঁর আত্মার সখ্য।

অশীতিপর এই বয়সে চলার শক্তি অনেকটা কমে গেলেও দমে যাননি শীর্ণকায় এই আত্মপ্রত্যয়ী নারী।

তবে নিজ দেশ ছেড়ে সুদূর এই দেশে মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকলেও পাঁচ বছর পর পর পাসপোর্ট নবায়ন করতে গিয়ে রোজকে পড়তে হয়

বিড়ম্বনায়।

নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু ইতিবাচক সাড়া এখনো পাননি। তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দিলে একদিকে ভিসা জটিলতা থেকে তিনি মুক্তি পেতেন, অন্যদিকে মানবসেবী এই নারীকে প্রকৃত সম্মানও দেওয়া হতো বলে বলে মনে করেন স্থানীয় ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস।

বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের সব কার্যক্রম চলে চার্চ অব বাংলাদেশের অনুমোদনে। ১৯৮৯ সালে চার্চ অব বাংলাদেশ খ্রিস্টানপ্রধান বল্লভপুরে প্রায় তিন একর জমির ওপর এ হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠান করেন।

এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে নার্সিং প্রশিক্ষণের ছাত্রী মেরি মণ্ডল ও শিলা মণ্ডল বলেন, ‘জুলিয়ান এম রোজ একটি আদর্শ। আমাদের মায়ের মমতা দিয়েই কাজ শেখান তিনি। তাঁকে আদর্শ হিসেবে নিয়ে আমরাও তাঁর মতো জীবন গড়তে চাই।’

বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন জানান, এখানে সেবা নিতে আসা রোগীদের সঙ্গে জুলিয়ান এম রোজের এক প্রকার সখ্য গড়ে উঠেছে। মায়ের মমতা মাখা হাত দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। সেবা করতে গিয়েই এলাকার মানুষের হৃদয়ে এক অন্য রকম জায়গা করে নিয়েছেন রোজ। এলাকার রোগী ও সাধারণ মানুষ জিলিয়ানকে খুবই আপনজন হিসেবে দেখে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, ‘জিলিয়ান এম রোজ বাংলাদেশকে ভালোবেসে দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।’

- মর্তুজা ফারুক রুপক

স্বপ্নে দেখে গাছের বিয়ে দিলেন এক নারী!

নানা রঙের কাগজ ও সামিয়ানা দিয়ে সাজানো হয়েছে বাড়ি। চলছে নাচ-গান। প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনে ভর্তি বাড়িতে যেন তিল ধারণের

ঠাঁই নেই। বর-কনেকে সাজানো হয়েছে বিয়ের পোষাকে। তবে এখানে কোনো মানুষের বিয়ে হচ্ছেনা; দুটো গাছকে দেওয়া হচ্ছে বিয়ে!

ঘটা করে ব্যতিক্রমী এমন বিয়ে হয়েছে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বিনোদপুর গ্রামে। ওই গ্রামের দরগাতলা পাড়ার নবীছউদ্দীন বিশ্বাসের স্ত্রী মোমেনা খাতুনের স্বপ্নপূরণ করতেই এই বিয়ের অনুষ্ঠান।

মোমেনা খাতুন বলেন, ‘‘এক বছর আগে স্বপ্নে আমাকে ওই দু’টো গাছকে বিয়ে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই গাছ দু’টোর বিয়ে দিয়ে আমার স্বপ্নপূরণ করলাম।”

গত সপ্তাহের মঙ্গলবার দুপুর থেকে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মোমেনা বেগমের স্বপ্নপূরণ। প্রথম দিন হয় গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। ওই দিন তার বাড়ির আঙিনার বট ও অশ্বথ (পাকুর) গাছকে প্রথমে হলুদ মাখানো হয়। এরপর তাদের গোসল করানো হয়। পরদিন হয় ক্ষীর খাওয়ানো অনুষ্ঠান। গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হয় বিয়ের মূল আনুষ্ঠানিকতা।

সকাল ১১টা থেকে শুরু হয় বিয়ের আয়োজন। বট গাছকে পুরুষ ও পাকুর গাছকে নারী রূপে ধরা হয়। গাছের চারপাশ রঙিন কাগজ ও ফুল দিয়ে সাজানো হয়। টানানো হয় সামিয়ানা। বট গাছে জড়ানো হয় লুঙ্গি, আর পাকুর গাছে শাড়ি। ধুপ, আগরবাতি ও মোমবাতি জ্বালানো হয়। গাছের গোড়ায় রাখা হয় বিভিন্ন ফল।

গাছ দুটোকে বিয়ে পড়িয়েছেন একই গ্রামের মানোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, ‘‘আমি একটি ব্যতিক্রর্মী বিয়ে পড়ালাম। বিয়েতে সব ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কিছু নিয়ম কানুন মেনে বিয়ে পড়িয়েছি।”

অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য গত শুক্রবার একটি খাসি জবাই করা হয়। সকাল থেকে শুরু হয় রান্নার আয়োজন। দুপুরের আগেই শেষ হয় রান্না। বিয়েতে আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের শতাধিক নারী-পুরুষকে দাওয়াত দেওয়া হয়।

দুপুরে শতাধিক নারী-পুরুষদের খাবার দেওয়া হয়। অতিথিদের খাওয়ানো হয় খাসির মাংস, সাদা ভাত, মুসুর ডাল, সবজি ও মুরগির মাংস।

বিয়ের দাওয়াত খেতে আসা বিনোদপুর গ্রামের বাসিন্দা মনোয়ার হোসেন খোকন বলেন, ‘‘আমি একজন বাঁশি বাদক। অনেক জায়গায়

অনুষ্ঠানে গিয়েছি, কিন্তু এমন বিয়ে প্রথম দেখলাম। মোমেনা খালা বিয়ের দাওয়াত দিয়েছিল। গ্রামের সবাই মিলে বিয়ের দাওয়াত খেয়েছি।’’

জরিনা খাতুন নামে এক বৃদ্ধা বলেন, ‘‘বয়স অনেক হলেও এমন বিয়ের কখনও দেখিনি। শখ করে বিয়ের আয়োজন করেছে তারা। অনুষ্ঠান দেখে খুব ভাল লেগেছে।’’

আরো পড়ুন: মুজিবনগরে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে প্রেমিকার অনশন

বিয়ের আয়োজক মোমেনা খাতুন জানান, স্বপ্নে তাকে যখন বিয়ে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয় তখন তার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাই তখন কিছুই করতে পারেননি। তবে কয়েকদিন পর তার স্বামীও একই স্বপ্ন দেখেন বলে দাবি করেন তিনি।

মোমেনা জানান, এরপর বিষয়টি পরিবার ও প্রতিবেশীদের জানানো হলে তখন সবাই আলোচনা করে বিয়ের দিন ঠিক করা হয়। বিয়ের আয়োজনের জন্য টাকাও তোলা হয়। বিয়ের জন্য সকল কেনা কাটা করা হয়। ছেলে-মেয়ের শাড়ি, লুঙ্গি, সাজ সজ্জার উপকরণ, বাজারসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা হয়।

তিনি আরও জানান, ‘‘বাড়ির পাশে একটি খেজুর গাছ ছিল। সেই খেজুর গাছের মধ্যে বট ও পাকুর গাছ জন্ম নেয়। পরে খেজুর গাছটি মারা যায়।’’

আলমডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কৃষিবিদ গোলাম সরোয়ার বলেন, ‘‘এ ধরনের বিয়ের আয়োজনের কথা প্রথম শুনলাম। গ্রামের মানুষ কুসংস্কার থেকে এ ধরনের আয়োজন করেছে।’’

আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি গ্রামের মাওলানা নাসির উদ্দিন বলেন, ‘ ‘ধর্মের ওপর বিশ্বাস না থাকার কারণে এ বিয়ের আয়োজন করেছে। ইসলাম ধর্মে যার কোনো বিধান নেই। কুসংস্কার থেকে এমনটি হয়েছে।’’

আলমডাঙ্গা ডাউকি ইউনিয়ানের ৩নং ওয়ার্ডের মেম্বার বদর উদ্দিন জানান, প্রথমে আমি মনে করি নবীছদ্দিন বিশ্বাসের নাতির বিয়ে হচ্ছে। কারণ বাড়িতে গান বাজনা, আনন্দ দেখে মনে হচ্ছিল বড় আয়োজন করে বিয়ে হচ্ছে। পরে জানতে পারি বট ও পাকুর গাছের বিয়ে হয়েছে।

- এ.এইচ কামরুল, চুয়াডাঙ্গা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

টেস্ট’ ছাড়াও সারা বছরে সাত-আটবার পরীক্ষার নামে ফি আদায় করা হয়। এত সব পরীক্ষার চাপে শিশুমনে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে থাকে।

- বিশেষ প্রতিবেদক

ঝিনাইদহে স্বপ্নসিড়ি’র উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

ঝিনাইদহে স্বপ্নসিড়ি সমাজ কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে হতদরিদ্র ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতারণ করা হয়েছে। বুধবার ১২টায় শহরের স্বপ্নসিড়ি’র কার্যালয়ে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বপ্নসিড়ি সমাজ কল্যাণ সংস্থা’র নির্বাহী পরিচালক রুবেল পারভেজ এর সভাপতিত্বে প্রধান থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুল লতিফ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক আব্দুল্লাহ আল সামী, ঝিনাইদহ শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা মমিনুর রহমান, কালীচরণপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন।

এছাড়াও সংস্থার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষে আলোচনা শেষে ৫০ জন দরিদ্র মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

- ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

একমাত্র পরীক্ষার্থীও ফেল

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত পিইসি পরীক্ষায় একটি সরকারি প্রাথমিক

বিদ্যালয় থেকে একজন মাত্র পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করলেও সে ফেল করেছে। এনিয়ে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়েছে পুরো মেহেরপুরে। অথচ বিদ্যালটিতে প্রধান শিক্ষকসহ ৪ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।

ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুর সদর উপজেলার সীমান্তবর্তী নবিননগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। যে গ্রামটিতে মাত্র ৩৫ পরিবারের বসবাস। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যায় করে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করা হচ্ছে।

উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালে নবিননগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সব মিলিয়ে মাত্র ২৯ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল। এর মধ্যে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল মিজান অঅহমেদ নামের ওই শিক্ষার্থী। অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে প্রাক-প্রাথমিকে ৫ জন, প্রথম শ্রেণীতে ৬জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৬ জন, তৃতিয় শ্রেণীতে ৬ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়।

বিধি মোতাবেক ৪০ জন শিক্ষার্থীর স্থলে একজন করে শিক্ষক থাকার কথা। অথচ মাত্র ২৯ জন শিক্ষার্থীর জন্য ওই প্রতিষ্ঠানের রয়েছেন চার জন শিক্ষক।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম বলেন, অনেক চেষ্টা করেও আমরা ওই শিক্ষার্থীতে পাশ করাতে পারিনি। মিজান আহেমদ নামের ওই শিক্ষার্থী শারিরীক ও মানসিক ভাবে খুবই দুর্বল। ফলাফল প্রকাশের পর থেকে আমরা খবু লজ্জার মধ্যে পড়েছি।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার আপিল উদ্দিন বলেন, এটি খুবই লজ্জাজনক ঘটনা। আমরা ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক বেশি এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক এমন নীতি থাকলেও মিনিমাম ৫ জন শিক্ষক একটি স্কুলে থাকতে হবে। যে কারণে সেখানে চারজন শিক্ষক রয়েছে। তবে আমরা কয়েক মাস আগে এনিয়ে একটি প্রতিবেদন পাঠালেও এখনো পর্যন্ত তার কোন নির্দেশনা আসেনি।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]